দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... JUN. 2 1 - 2006
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৩

শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করুন —সংসদে বিরোধী দল

আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী মেনে নিন : সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ

সংসদ রিপোর্টার

জাতীয় সংসদে গতকাল (মঙ্গলবার) প্রস্তাবিত ২০০৬-০৭ অর্থবছরের বাজেট আলোচনা
সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যগণ আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন স্কুল-কলেজ-মাদ্রা
এমপিওভুক্ত করার দাবী জানিয়েছেন। বিরোধী দলের সদস্যরা শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূ
করারও দাবী জানান। সরকারী দলের সদস্যগণ প্রস্তাবিত বাজেটকে কল্যাণমুখী দরি
জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের বাজেট হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিরোধীদলীয় সদস্যগণ বলেছে
অর্থমন্ত্রী ১২ বার বাজেট পেশ করে দেশের বারটা ১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখু

সংসদে বিরোধী দল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাজিয়েছেন। রাজনৈতিক ও বিদেশীদের চাপের মুখে আদর্শহীন দিকনির্দেশনা বহির্ভূত বাজেট দিয়েছেন। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জাতীয় দাবী এবং ইসলামিক টিভি চ্যানেল অনুমোদনের জোর দাবীও জানান বিরোধী দলের একজন সদস্য। ভারপ্রাপ্ত স্পীকার এডভোকেট আখতার হামিদ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ হচ্ছেন- আওয়ামী লীগের উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, জাতীয় পার্টির মজিবর রহমান, সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ, বিএনপির মোশাররফ হোসেন মঙ্গু, শামসুন্নাহার, খাজা আহসানউল্লাহ, জামায়াতে ইসলামীর শাহজাহান চৌধুরী প্রমুখ।

কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেন, অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বাংলাদেশের ২৮টি বাজেটের মধ্যে ১২টি বাজেট পেশ করে রেকর্ড গড়লেও কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থান হয়নি, শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়নি। অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করে গিয়েই তেলের দাম বাড়িয়ে দিলেন সংসদকে পাশ কাটিয়ে। রীতিমত জালিয়াতি করছেন। আর মাত্র ৩ মাস পরেই সরকারী দল এর পরিণাম বুঝবেন। জনাব সিদ্দিক বলেন, এদেশে দু'জন সামরিক শাসক রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছিলেন। একজন জিয়াউর রহমান, দ্বিতীয় জন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। জিয়াউর রহমানের পথ ধরেই এরশাদ সাহেব ক্ষমতায় এসেছিলেন। জিয়াউর রহমান সহকর্মীদের হাতেই নিহত হন। অপরজন ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে দু'দফা নির্বাচন করে ৫টি আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। এরপরও জিয়াউর রহমান গণতন্ত্রের প্রবক্তা কিন্তু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এখনো স্বৈরাচার রয়ে গেলেন। তিনি বলেন, ক্ষমতায় থেকেও এরশাদ প্রচার মাধ্যমের দ্বারা নির্যাতিত ছিলেন। এরপরও বলবো বিশ্বে সামরিক শাসকদের মধ্যে এরশাদ ব্যতিক্রম। জনাব সিদ্দিকী চাকরিরত মুক্তিযোদ্ধাদের চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধি এবং গ্রাম সরকারের সদস্যদের বেতন বৃদ্ধির দাবী জানান। কাদের সিদ্দিকী বলেন, বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে নির্বাচন হলে কেউ মানবে না। এমনকি সরকারী দলও মানবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। তিনি সোমবার সংসদে সরকারী দলের সদস্য নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টুর দেয়া বক্তব্যের সমালোচনা করে এ ধরনের বক্তব্য

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সং
প্রসঙ্গে আলোচনা অতীব জরুরী।
আলোচনায় জামায়াত থাকলে সমস্যা কোথা
জামায়াত সদস্যরা না থাকলেই বা কি সমস
যাই হোক শুধুমাত্র দুই নেত্রী হলেও বৈঠক হে
এটা চাই। তিনি বলেন, সংসদে যে
আলোচনা হচ্ছে তাতে আগামী নির্বাচনে ভো
জন্য এলাকার জনগণের কাছে যাওয়া যাবে
তিনি শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর ক

পাশাপাশি কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যা
করার দাবী জানান।

বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আব
শহীদ বলেন, অর্থমন্ত্রী ১২ বার জাতীয় সং
বাজেট দিয়ে দেশের বারটা বাজিয়েছেন। তি
বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে গরীব মানুষের জ
কোন সুখবর নেই। উন্নয়ন বাজেটে যে বর
দেয়া হয়েছে তা দিয়ে জনগণের কোন উ
হবে না। আমদানী শুল্ক কমিয়ে যদি দ্রব্য
স্থিতিশীল রাখা যেত তাহলে আগে
কমাননি। এ বাজেটে কর্মসংস্থানের কোন দি
নির্দেশনা নেই। এ সরকার ব্যর্থ হয়ে
অযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

জনাব শহীদ বিরোধীদলীয় নেত্রীকে উদ্দে
করে গত সোমবার বিএনপির সদ
নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টুর বক্তব্যের
সমালোচনা করে বলেন, পিন্টু আদম সন্তান হ
এ ধরনের বক্তব্য দিতে পারতেন না।
বক্তব্য কেবল মানহানিকরই নয়,
অমানবিক। জনাব পিন্টুকে মান
ভারসাম্যহীন, অসুস্থ ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ ক
পিন্টুর চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠ
প্রস্তাব করেন।

বিএনপির সদস্য মোশাররফ হোসেন
বলেন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিরতার
দেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বড় অংকের বা
দিয়েছেন দেশ ও জনগণের উন্নয়নে।
বাজেটে গ্রামের মানুষকে অগ্রাধিকার
হয়েছে। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ
দেয়া হয়েছে। তিনি পদ্মা সেতুর জন্য বাজে
বরাদ্দ রাখার দাবী জানান।

জাতীয় পার্টির মহিলা আসনের সৈয়দা রা
ফয়েজ বলেন, রাজনৈতিক ও দাতাদের চ
অর্থমন্ত্রী দিক-নির্দেশনাহীন আদর্শচ্যুত বা
পেশ করেছেন। নানামুখী চাপে বাজেট
করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে
আয় বাড়ানোর কোন পথ না করে ব্যয় বৃ
রাস্তা তৈরী করেছেন। তিনি ইসলামী আ
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জাতীয় দাবী